দীঘা সুন্দরী

অরবিন্দ সিংহ

স্বাগত বসন্তের অঞ্জলিতে কাতর কণ্ঠের কীর্তন ধ্বনি যেন শ্রীখোলের বামে বামে ডেকে ওঠে। যে ডাক কুয়াশা চিরে চিরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ধেয়ে যায় প্রভাতের পবিত্র পিয়াশের সুরে। যে সুর প্রতি ঘরের দ্বার প্রান্তে এসে এক অপরূপ মহিমায়– যেন কোনো কম্পিউটারে রূপ বদল করে বলে যায়– "ওঠো-ওঠো- ওঠো।" জানলাটা খুলতেই এক ঝাঁক কুয়াশা যেন জড়িয়ে ধরে বাসী মুখের চুমু খেল। 'বাপরে' বলে ঝপাত করে জানলাটা বন্ধ করে 'টিক্ টিক্' শব্দে নয়নটা ছুঁড়ে দিল। কতদিনের আশা নিয়ে আজ এখানে আসা। ঝটপট একটা জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মলয়।

প্রভাতের পবিত্রতার সাথে সমুদ্রের ঢেলে দেওয়া স্নিগ্ধ শীতল বাতাস ও কুয়াশার সাথে এক হয়ে যায়। পথ চেনা যায় আবছা তালের ছন্দে। যদিও হোটেল থেকে সমুদ্রটা বেশী দূরে নয়। কুয়াশার ভিতর দিয়ে নজর রাখলে দেখা যায়, পথের দু-ধারে আর সারা কুলটায় ঝাউগুলি যেন শত শত কূলবধূ সেজে শঙ্খ মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাকে প্রভাতের স্বাগত দেওয়ার অপেক্ষায়। শুধু মলয় নয়, মলয়ের মত অনেক -অনেক ভ্রমণার্থীও তার দর্শনে এগিয়ে চলেছে। শুধু কোকিল কেন কোকিলের সাথে আর কত কত পাখিও গেয়ে ওঠে গান। দীর্ঘায়িত ঢেউয়ের মাথায় শত শত শ্বেত শুভ্র সর্পগুলি 'হুঃ হুঃ' শব্দে আছড়ে পড়ছে কখনো কূলে, কখনো সাগর স্নাত প্রাণীদের উপর। ক্ষণিকের মধ্যে সর্পগুলি ভেঙে খন্ড খন্ড হয়ে যাচ্ছে শত শত হীরক খন্ডের চাদরে। তাকে ছুঁয়ে পাওয়ার আনন্দ তখন ধীর গতিতে বেয়ে চলেছে পুবের সাথে। পুবে তখন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের শিশির স্নাত পাপড়ির মত যেন ছড়িয়ে আঁচল- কোন হিন্দু নারী পূজার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। আহাঃ কী অপরূপ! কী সুন্দর! কী স্নিগ্ধ মনোহারিনী মহিমা! কূলে কূলে তখন ধ্বনিত হচ্ছে– 'ওঁ এহিঃ সূর্য সহস্ররাশ, তেজরাশ জগৎপতে। অনুকম্পমা ভক্তয়া গৃহা দিবাকর। ওঁ সূর্যায়ে নমং।'

অনেকটা উঠে যাওয়ার পর তার উজ্জ্বল জ্যোতির ছটায় হুড়মুরি খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অসভ্য কুয়াসার দল। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে নীল নব ঘন স্নিগ্ধ শীতল জলরাশি। যেন মায়ের চরণ তলে বিছিয়ে আছে কোন শিল্পীর সৃষ্টি সুন্দর নীলাম্বর গালিচা। এ দৃশ্যায়িত মুহূর্ত সারা পৃথিবীর মায়াটাকে যেন ক্ষনিকের মধ্যে মড়া করে ছুঁড়ে দেয় কোন শ্মশানের চিতায়। হয়ত এরই প্রতিক্ষায় এরই পরশলোভে ছুটে আসে শত শত ভ্রমণার্থী।

দীঘার ঘাটটা ছাড়িয়ে মলয় পুবের দিকে পা ফেলতে লাগল। যেদিকটা লোক সমাগম একটু কম। হঠাৎ এই নিরালা প্রিয় মানুষটির মনে ঝড় তুলে চলে গেল একদল নগ্নপ্রায় এ্যাংলো যুবক

যুবতি। চোখ দুটি তার এক ইঞ্চি থেকে দু ইঞ্চি হতে হতে ভাবল– যেন দিঘার এক ঘুর্ণি ঝড় এসে চুমু খেতে খেতে তার সারা শরীরে শিহরণ জাগিয়ে গেল। এমন সময় একদল ভ্রমণার্থি বলতে বলতে চলে যায়, 'সত্যিই দিঘা সুন্দরী! যেমনি সুন্দর তেমনি নামটাও বেশ। মলয় চমকে উঠে ভাবে– 'দীঘাসুন্দরী'! এ'তো কোনদিন নাম শুনিনি বাবা! শুনেছি- 'বেঙ্গল সুন্দরী', ভারত সুন্দরী, বিশ্ব সুন্দরী', কিন্তু দীঘাসুন্দরী। মলয় ভাবে এতদিন তো ভাগ্যে জোটেনি কোন সুন্দরীকে দেখার। আজ দেখি সে কেমন সুন্দরী!' এই ভাবতে ভাবতে ঐ জটলা পাকানো ভীড়ের দিকটায় এগিয়ে যেতে থাকে। সামনে দিয়ে 'হুঁ হুঁ' করতে করতে কোন দল হাতে টেনে নিয়ে যায় জাল। আবার কোন দল কাধেঁর উপর বাঁশ ফেলে জালটা ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। সারি সারি মাছের ঝুড়িগুলি নামিয়ে দিয়ে রেখে যায় একদল। তাদের আনন্দগুলি মাঝে মাঝে উথলে পড়ছে, সদ্য হরণ করে নিয়ে আসা অবলা অসহায়ে জর্জরীত ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বাঁচার ছটপটানির ছরাৎ ছরাৎ কাতর ধ্বণিতে। মানুষ কী নির্মম! কী নিষ্ঠুর! কী লোলুপ! যাদের উদরের গ্রাসে সর্ব সুন্দরও হয়ে উঠে এক মড়া। শুধু বাঁচার আত্ম প্রয়াসে- হয়ে উঠে একে অপরের বলি। এ যেন প্রকৃতির অভিশাপ সিক্ত আশীর্বাদ। কিছুটা দূরে মলয় দেখে– জন পঁচিশে একটা জায়গায় গোলাকৃতি করে দাঁড়িয়ে আছে। মলয় ভাবে নিশ্চয় এরই মাঝখানে দীঘাসুন্দরী হবেই। কিন্তু কোন পুলিশ বা কোন স্পেশ্যাল সিকিউরিটি তো নজরে আসছে না! এ কেমন সুন্দরীরে বাবা? পাশ দিয়ে চলে যাওয়া এক ভ্রমনার্থীকে মলয় জিজ্ঞেস করে, "এখানে কোথায় যেন দীঘাসুন্দরী এসেছে?"

ভ্রমণার্থী এক ঝলক রহস্যের হাঁসি হেঁসে বললেন– " হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো সবায় দেখছে। তবে এসেছে নয়, এই সমুদ্র থেকে ধরে আনা হয়েছে।" মলয় চমকে ওঠে ভাবে, " ও 'মৎস্য কন্যা' ! কী ভাগ্য আমার। এই মৎস্য কন্যার কথা শাস্ত্রে কত পড়েছি। বাবা ঠাকুমার কাছে কত গল্প শুনেছি। আজ তাকে একেবারে সামনা সামনি দেখতে পাব। হু ভাবতে কেমন লাগছে।

এই ভাবতে ভাবতে যখন চক্রব্যুহ ভেদ করে মলয় তার সুন্দর মুখটি সামনে বাড়িয়ে দিল তখন চোখগুলি উপরে উঠে গেল। এত সুন্দর! এত রূপ! এত মধুময় করা মৌন হৃদয়! তবুও অহংকারের কোন প্রকাশ নেই! শুধু প্রাণের সাধনায় মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ে এপাশ ওপাশ করে। তখনি নজরে আসে সুন্দরীর সেই গোলাপ মেশানো হীরক মন্ডিত রূপ বাহার। কোন পুরুষ যদি একবার সেই রূপসীর পলকহীন বিশ্বগ্রাসী নয়নে নয়ন রাখে, ক্ষণিক তাকে মোহিত হতে হবেই সেই ক্লান্তি ভুলান ভঙ্গিমায়। মনে হবে সেই রূপসীর সাগরস্নাত ওষ্ঠ অধরে একটা চুমু দিয়ে যাই। মনে হবে সাগরটাকে ঘরের এক কোণে বেঁধে রেখে সুন্দরীদের বাঁচিয়ে রাখি জীবনের শেষ প্রন্ত অবধি। মনে হবে এই দীঘাসুন্দরীরা কেউ আমার প্রেমিকা হতো– তাহলে মাঝে মাঝে সব মায়া ভুলে এসে সারা দিন সারাক্ষণ ধরে তীরে বসে এই সমুদ্রের কত কথা শুনতাম। এমন সময় হঠাৎ একদল দৈত্য এসে 'সরেন সরেন' বলতে বলতে সুন্দরীদের টানতে

টানতে নিয়ে গেল ওজনের কাঠগড়ায়। সেখানে দু'পায়েদের লেলিহান শিখাগুলি লক্ লক্ করে চেয়ে আছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায়। সেখানে দীঘাসুন্দরী কেন– সব সুন্দরই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ক্ষণিকের মুহূর্তে।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, পশ্চিম বংগ

লেখক পরিচিতিঃ

কবি শ্রী অরবিন্দ সিংহ একাধারে শিল্পী, সুরকার গীতি কবি (অল ইন্ডিয়া রেডিও) এবং একজন নাট্যকার ও একজন ভাল গল্পকার। তার অনুগল্প সাহিত্য জগতে এক নতূন মাত্রা এনে দেয়। তিনি কোলকাতাবাসী একজন সাহিত্যপ্রেমী।